22/10/2000

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৭ ......

ছাত্রলীগ : নেতাদের অধিকাংশ নিষ্ক্রিয়, অন্যরা উধাও

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

ছাত্রলীগের এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা। জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবিতে নেতাকর্মীদের মাঝে সৃষ্ট হতাশা, শীর্ষ নেতৃবৃন্দের ওপর কর্মীদের ক্ষোভ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসহ নানা কারণে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে সংগঠিত করতে চাইলেও নেতাকর্মীদের দাবি নেতৃত্বের পরিবর্তন। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কমিটির বয়স আজ ২২ অক্টোবর তিন বছর পূর্ণ হবে। অথচ গঠনতন্ত্রে প্রতি বছর কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের পর বর্তমান কমিটির অর্ধশতাধিক নেতার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ সক্রিয় রয়েছেন। অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়, বাকিরা লাপাত্তা। পলাতক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনও রয়েছেন। নির্বাচনের পর বাসা পরিবর্তন করে তিনি কোথায় বাসা নিয়েছেন, অন্য নেতারা তা জানেন না। অবশ্য বাহাদুর বেপারী বলেছেন, তিনি জন্ডিসে ভুগছেন। শীর্ষ এই দুই নেতার মধ্যে বিরাজমান গ্রুপিং-দ্বন্দ্বের এখনও অবসান হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

ছাত্রলীগ : নিষ্ক্রিয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অজয় কর খোকনের নেতৃত্বাধীন বাগেরহাট গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল অধিকাংশ হল। সে সময় হলগুলো দখলে রাখাতে আওয়ামী লীগ নেতা ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকাও আনা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন না করায় কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ কয়েকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ছাত্রদলকে মোকাবেলার ব্যাপক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিএনপির সরকার গঠনের আগেই ভোট গণনার রাতে ফলাফল বিএনপির অনুকূলে দেখে একমাত্র জহুরুল হক হল ছাড়া সব হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পলায়নের ঘটনায় ছাত্রদলও বিস্মিত হয়ে যায়। অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছর পর ছাত্রলীগ সবগুলো হলে তাদের একক আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় কার্যালয় কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। শীর্ষ নেতাকর্মীরা সেখানে প্রায়শই নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়ছেন। নির্বাচনের পর গত ৫ অক্টোবর শুক্রবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছাত্রলীগের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য শীর্ষ দুই নেতাকে দায়ী করেন। তারা নেত্রীর কাছ থেকে নেতাকর্মীদের দূরে সরিয়ে রাখা, ত্যাগী নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করা, ছাত্রদল থেকে আসা কর্মীদের অধিক মর্যাদাদান, প্রচারধর্মী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। ৮ অক্টোবর একই স্থানে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভায় একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। তবে বর্তমান সক্রিয় নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে হারানো হয়েছে বলে ঐকমত্যে পৌঁছেন। শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সংগঠন আবার সংগঠিত করতে চান। ইতিমধ্যে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের ২০টি থানা কমিটির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৬ জন কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে প্রতিটি থানার জন্য পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে শিগগিরই ৬৪টি জেলা কমিটির কার্যক্রম সক্রিয় করতে এ ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে বলে সভাপতি বাহাদুর বেপারী জানান। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, তারা সর্বপ্রথম নেতৃত্বে পরিবর্তন চান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সহসভাপতি বলেন 'নেতৃত্বে পরিবর্তন ছাড়া নেতাকর্মীদের সক্রিয় করা যাবে না।' অপর একজন সহসভাপতি জানান 'কাউন্সিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে চাইলে তা এখনই সম্ভব হবে না। কেননা, সেক্ষেত্রে ৮৪টি সাংগঠনিক কমিটির মধ্যে অধিকাংশ কমিটির মেয়াদ ৫/৬ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় সেগুলো প্রথমে পুনর্গঠন করতে হবে। অধিকাংশ এলাকায় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পরিস্থিতি বর্তমান সরকার আসার পর এতই নাজুক হয়ে পড়েছে যে এ মুহূর্তে নতুন কমিটি গঠন অসম্ভব ব্যাপার।'

এ ব্যাপারে সংগঠনের সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন 'ছাত্রলীগ তার আপন গতিতে চলবে। নতুন নেতৃত্বের দাবি অস্বাভাবিক নয়। তবে এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'